গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-১৯

প্রকাশকাল: ১৪ অক্টোবর, ২০১৯

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
www.imed.gov.bd



এম এ মান্নান, এম.পি.
মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শুভেচ্ছা বার্তা

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) কর্তৃক ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ বিভাগের গত এক বছরে সম্পাদিত কার্যক্রম সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা প্রদান করতে বার্ষিক প্রতিবেদন সহায়ক হিসেবে কাজ করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

বর্তমান সরকার একটি সুখী সমৃদ্ধ ও উন্নত সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এ পরিকল্পনার আওতায় প্রতিটি খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার সময়োপযোগী এবং জনকল্যাণমুখী প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। আইএমইডি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি'র আওতায় গৃহীত প্রকল্পসমূহের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করার পাশাপাশি চলমান প্রকল্প সমূহের নিবিড় পরিবীক্ষণ ও সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন করছে। এর মাধ্যমে এ সকল প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

সরকারি ক্রয়ে ইলেকট্রনিক পদ্ধতির (e-GP) ফলপ্রসু প্রয়োগ আইএমইডি'র একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ই-টেন্ডারিং-এ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে দরপত্র/প্রস্তাব মূল্যায়ন , চুক্তি ব্যবস্থাপনা, ই-পেমেন্টসহ আরো অনেক কাজ স্বল্প সময়ে, সহজে ও সম্মিলিতভাবে করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়াও অনলাইনে প্রকল্প পরিবীক্ষণের জন্য Project Management Information System (PMIS) প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রয়োজনে সরকারি ক্রয় বিষয়ে যেকোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান আইএমইডি 'র অধীন Central Procurement and Technical Unit (CPTU) হতে সার্বক্ষণিক অনলাইন এবং আইন ও বিধি সংক্রান্ত পরামর্শ গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে। এ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রকল্পের ক্রয়কার্য ও বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হচ্ছে।

২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের পাশাপাশি ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ায় বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)'র সক্রিয় ভূমিকা অব্যাহত থাকবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

এম এ মান্নান, এম.পি
মন্ত্রী



আবুল মনসুর মোঃ ফয়েজউল্লাহ, এনডিসি
সচিব
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করণের অংশ হিসেবে সর্বসাধারণের অবগতির নিমিত্ত ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যাবলির ভিত্তিতে এই বার্ষিক প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হলো।

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) এর মূল দায়িত্ব হলো সরকারি খাতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গৃহীত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা। এ বিভাগ বাস্তবায়ন পর্যায়ে সরেজমিনে প্রকল্প পরিদর্শন, নিবিড় পরিবীক্ষণ এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন এবং প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন করে। এ ছাড়াও প্রকল্পের অনুমোদনকালে প্রকল্পের ডিজাইন, বাস্তবায়ন মেয়াদ, ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ ইত্যাদি বিষয়ে মতামত প্রদান এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগ পর্যায়ে আয়োজিত প্রকল্প পর্যালোচনা সভায় অংশগ্রহ ণের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করে থাকে। এ বিভাগ হতে প্রকল্প পরিবীক্ষণে বিভিন্ন উদ্ভাবনী এবং সংস্কারমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

সরকারি ক্রয় কার্যে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দক্ষতা নিশ্চিত করার জন্য নীতিমালা প্রণয়ন, সরকারি ক্রয়ে ইলেকট্রনিক পদ্ধতির (e-GP) ফলপ্রসু প্রয়োগ আইএমইডি'র একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এ ছাড়াও উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি ডিজিটাইজেশন করে Online ব্যবস্থায় নিয়ে আসার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

আমি বিশ্বাস করি, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সুশাসন (Good Governance) প্রতিষ্ঠায় সম্মিলিত আন্তরিক প্রচেষ্টা, মেধা, দক্ষতা ও নেতৃত্বের সুসমন্বয়ে সাফল্যের এ ধারা অব্যাহত থাকবে ।

আবুল মনসুর মোঃ ফয়েজউল্লাহ, এনডিসি
সচিব

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
পটভূমি	০৫
আইএমইডি'র কাজ	০৬
আইএমইডি'র উইং/সেক্টর/ইউনিট -এর সংক্ষিপ্ত পরিচয়	০৬-০৭
২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে আইএমইডি কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি	০৮-২৫
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের উদ্যোগে বাস্তবায়নাধীন তিনটি প্রকল্পের অগ্রগতি	২৬-২৮
উপসংহার	২৮
পরিশিষ্ট-১ : ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের তালিকা	
পরিশিষ্ট-২ : ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে নিবিড় পরিবীক্ষণকৃত প্রকল্পের তালিকা	

পটভূমি:

স্বাধীনতা উত্তরকালে প্রকল্পের বিশেষ করে সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের মনিটরিং ও মূল্যায়ন জোরদার করার প্রয়োজনীয়তা দৃঢ়ভাবে অনুভূত হয়। এ প্রেক্ষিতে ১৯৭৫ সালের জানুয়ারি মাসে 'প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যুরো(PIB)' সৃষ্টি করে রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ে ন্যস্ত করা হয়। মূলতঃ মালয়েশীয় মডেলে তদকালীন 'প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যুরো (PIB)' প্রতিষ্ঠা করা হয়। কর্মপরিধি বৃদ্ধির কারণে ১৯৭৭ সালে পিআইবিকে প্রজেক্ট মনিটরিং ডিভিশন (PMD) নামে একটি স্বতন্ত্র বিভাগে উন্নীত করা হয় ।অতঃপর ১৯৮৪ সালে 'বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ ', ইংরেজীতে Implementation Monitoring and Evaluation Division (IMED) নামে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হয়।

বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ উদ্যোগে১৯৯৯ সালে পরিচালিত Country Procurement Assessment Report (CPAR) এ বাংলাদেশে সরকারী ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ত্রুটি ও দুর্বলতা দূর করে যুগোপযোগী আইন ও বিধি বিধান প্রণয়নের সুপারিশ করা হয়। এ লক্ষ্যেবিশ্বব্যাংক এর আর্থিক সহায়তায় গৃহীত পিপিআরপি(পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রিফর্মস প্রকল্প)-এর আওতায় আইএমইডি'তে Central Procurement Technical Unit (CPTU) প্রতিষ্ঠা করা হয়। CPTU প্রথমে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৩ প্রণয়নসহ প্রয়োগের জন্য Implementation Procedures এবং প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস চালু করে। প্রাথমিকভাবে ক্রয় কার্যক্রমে দক্ষতা, নিরপেক্ষতা, দরদাতাদের প্রতি সম-আচরণ ও প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির ফলে ব্যবসায়ী এবং উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি হয়। এরই ধারাবাহিকতায় পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অ্যাক্ট, ২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ কার্যকর করা হয়।



বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের মূল ভবন

আইএমইডি'র কাজ :

রুলস অব বিজনেস, ১৯৯৬ এর অ্যালোকেশন অব বিজনেস (অনুচ্ছেদ ৩২ অনুযায়ী বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের কার্যাবলী নিম্নরূপ :

১. এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;
২. প্রকল্পওয়ারী বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্যসংগ্রহ এবং সংকলন (Compilation)-এর মাধ্যমে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, এনইসি, একনেক মন্ত্রণালয়সমূহ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের জন্য ত্রৈমাসিক, বার্ষিক এবং সাময়িক প্রতিবেদন প্রণয়ন;
৩. প্রকল্প বাস্তবায়ন বিষয়ে মন্ত্রণালয়/বাস্তবায়ন সংস্থাসমূহকে প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ এবং পরামর্শ সেবা প্রদান;
৪. স্পট ভেরিফিকেশনের মাধ্যমে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অবস্থা জানার জন্য মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন;
৫. প্রয়োজনে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয় করে প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমস্যা দূরীকরণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ;
৬. প্রয়োজনের আলোকে, প্রকল্পের পরিদর্শন প্রতিবেদন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে পেশ;
৭. সিপিটিইউ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াদি;
৮. পিপিএ ২০০৬ এবং পিপিআর ২০০৮ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াদি ; এবং
৯. সময়ে সময়ে প্রধানমন্ত্রী/পরিকল্পনা মন্ত্রী/জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য বিষয়াদি।

আইএমইডি প্রকল্পের প্রাক-অনুমোদন পর্যায়, বাস্তবায়ন পর্যায় এবং বাস্তবায়নোত্তর পর্যায়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভুমিকা রাখছে। প্রকল্পের প্রাক অনুমোদন পর্যায়ে পরিকল্পনা কমিশনের প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি'র সভায় অংশগ্রহণ করে বিনিয়োগের যথার্থতা, একই এলাকার অনুরূপ প্রকল্পের সাথে Overlapping, ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ, প্রকিউরমেন্ট প্ল্যান, লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক এবং পর্যায়ক্রমিক প্রকল্পের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী পর্যায়ের মূল্যায়ন অভিজ্ঞতা ইত্যাদি উপস্থাপন করে থাকে।

অপরদিকে প্রকল্প বাস্তবায়নকালে মাঠ পর্যায়ে সরেজমিনে প্রকল্প পরিদর্শন, মন্ত্রণালয়/বিভাগের মাননীয় মন্ত্রি/সচিব-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রকল্প পর্যালোচনা সভায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিবীক্ষণের কাজ সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। এর ফলে প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ, টেন্ডার বাস্তবায়ন, জনবল নিয়োগ, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম তথা প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি বেগবান হয়। প্রকল্পের বাস্তবায়নোত্তর পর্যায়ে সমাপ্তি মূল্যায়ন ও নির্বাচিত কিছু সংখ্যক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন করে বাস্তবায়নকালীন উদ্ভূত সমস্যা এবং প্রকল্পের আউটপুটকে টেকসই করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করে থাকে।

আইএমইডি'র উইং/সেক্টর/ইউনিট -এর সংক্ষিপ্ত পরিচয়ঃ

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের অর্গানোগ্রামে ১টি উইং, ৯টি সেক্টর ও ১টি ইউনিট রয়েছে।

প্রশাসন উইং: কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ, পদোন্নতি, প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য প্রশাসনিক কার্যক্রম এ উইং এর একজন অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। প্রতিবেদনাধীন বছরে ১ম শ্রেণির ০২ জন কর্মকর্তা-কে পদোন্নতি দেওয়া হয়। এ ছাড়া ৩য় শ্রেণির ০৭টি এবং ৪র্থ শ্রেণির ১৪টি শূণ্য পদে নিয়োগের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করা হয়।

সমন্বয় ও এমআইএস সেক্টর: সচিবের সরাসরি তত্ত্বাবধানে একজন অতিরিক্ত সচিব/যুগ্ম-সচিবের অধীনে একজন পরিচালক এবং একজন উপসচিবের মাধ্যমে ৬/৭ জন শাখা কর্মকর্তার দ্বারা সমন্বয় ও এমআইএস সেক্টর এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) এর অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়নকালে ও বাস্তবায়ন শেষে আইএমইডি বিভিন্ন ছকের (আইএমইডি/২০০৩ ফরম ০১, ০২, ০৩, ০৪ ও ০৫) মাধ্যমে নিয়মিত তথ্য সংগ্রহ করে। প্রতিবছর এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য এ বিভাগের ডাটাবেইজে সংরক্ষণ করে। অতঃপর মাসিক ও ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অগ্রগতি প্রতিবেদন একনেক ও এনইসি সভায় অবগতি ও অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হয়। এসব প্রতিবেদনে এডিপির অগ্রগতির (মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক, সেক্টর ভিত্তিক, প্রকল্প ভিত্তিক) তথ্য সন্নিবেশিত থাকে। তাছাড়া এ সেক্টর থেকে জাতীয় সংসদের অধিবেশন চলাকালীন বিভিন্ন প্রশ্নোত্তর এবং স্থায়ী কমিটির (যেমন- পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, জাতীয় সংসদের সরকারী প্রতিশ্রুতি কমিটি) চাহিদা মাফিক নিয়মিত কার্যপত্র প্রণয়ন করে উপস্থাপন করা হয়। এছাড়াও ফাস্ট ট্রাক প্রকল্পের মনিটরিং সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য সমন্বয় করে প্রেরণ, তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুসারে তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তথ্য সরবরাহ এবং উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে জেলার বিভিন্ন বাস্তবায়নকারী সংস্থার সাথে ভিডিও কনফারেন্স আয়োজন এ সেক্টর থেকে করা হয়।

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টরসমূহ: বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত চলমান প্রকল্প পরিবীক্ষণ, নির্বাচিত প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ ও প্রভাব মূল্যায়ন এবং কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য নিম্নবর্ণিতভাবে সেক্টরের কর্যাবলি বিন্যস্তঃ

১। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-১ (শিল্প ও শক্তি)
২। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-২ (পরিবহন)
৩। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৩ (স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন)
৪। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪ (কৃষি ও পানি সম্পদ)
৫। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৫ (স্বাস্থ্য ও গৃহায়ণ)
৬। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৬ (শিক্ষা ও সামাজিক)
৭। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৭ (নিবিড় পরিবীক্ষণ ও গবেষণা)
৮। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৮ (মূল্যায়ন)

প্রতিটি সেক্টরে প্রধান/মহাপরিচালক অধীনে একাধিক সাব-সেক্টর রয়েছে। উক্ত সাব-সেক্টরসমূহে পরিচালক, উপ-পরিচালক ও সহকারী পরিচালকগণ মনিটরিং ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। উন্নয়ন প্রকল্পের মনিটরিং ও সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগকে আইএমইডি'র সেক্টরগুলোর সাথে বিন্যস্ত করা হয়েছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সেক্টরভিত্তিক বিন্যাস ও মনিটরিং-এর আওতায় ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে প্রকল্প সংখ্যা **পরিশিষ্ট-১** এ প্রদান করা হলো।

সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ) : একজন মহাপরিচালকের নেতৃত্বে এ সেক্টরের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। পিপিআরপি প্রকল্পের আওতায় আইএমইডি'র অধীনে সিপিটিইউ ১৩ মে ২০০২ সালে স্থাপন করা হয়। এ ইউনিট থেকে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন, বিধি, আদর্শ দরপত্র/প্রস্তাব দলিল (STD), দরপত্র/দর প্রস্তাব মূল্যায়নের বিভিন্ন ক্রাইটেরিয়া নিরূপণ, মডেল কন্ট্রাক্ট ডকুমেন্টসহ বিভিন্ন গাইডলাইন প্র ণয়ন করা হয়। এ ছাড়াও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও উহার অধীনস্থ দপ্তর ও সংস্থা সমূহকে জারীকৃত বিধি-বিধান অনুসরণে ক্রয়কার্য পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূ ল্যায়ন বিভাগ এবং এর কর্মকান্ডের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। তিনি এ বিভাগের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে নিয়মিত দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। সম্প্রতি বাংলাদেশের প্রতিটি বিভাগে এ বিভাগের বিভাগীয় দপ্তর প্রতিষ্ঠার বিষয়ে তিনি নির্দেশনা প্রদান করেছেন। মানীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী এ বিভাগের কার্যক্রম তরান্বিতকরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন।



চিত্রঃ **৮ জানুয়ারি, ২০১৯ আইএমই বিভাগের সচিব জনাব আবুল মনসুর মোঃ ফয়েজউল্লাহ, এনডিসিএ বিভাগের পক্ষ হতে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।**

মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব এম এ মান্নান, এমপি গত জানুয়ারি ২০১৯- এ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী নিযুক্ত হওয়ার পর নিয়মিত কার্যক্রম ছাড়াও বিভাগীয় পর্যায়ে প্রকল্প পরিচালকদের নিয়ে এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা করা শুরু করেছেন যা ইতোমধ্যে ইতিবাচক ফলাফল অর্জনে সহায়তা করছে।

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে আইএমইডি কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি:

প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ে আইএমইডি'র ভূমিকা: পরিকল্পনা কমিশনের উদ্যোগে আয়োজিত প্রকল্প অনুমোদন সংক্রান্ত Project Evaluation Committee (PEC) সভায় আইএমইডি প্রতিনিধিত্ব করেছে। এসব সভায় প্রকল্পের বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা, ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ, লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক এবং Procurment Plan এর উপর আইএমইডি মতামত দিয়ে থাকে। গত ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে অনুষ্ঠিত Project Evaluation Committee (PEC) সভাসমূহে এ বিভাগের প্রতিনিধিগণ মৌখিক ও লিখিতভাবে মতামত প্রদান করেছেন। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে মনিটরিং প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর মাননীয় সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাসিক প্রকল্প পর্যালোচনা সভায় (Monthly Project Review) অংশগ্রহণ , স্টিয়ারিং কমিটির (PSC) সভায় অংশগ্রহণ এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন সভায় (PIC) আইএমইডির কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেছেন। এছাড়া গত অর্থ বছরে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের ওপর অনুষ্ঠিত ফলোআপ সভায় প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি বিশেষ করে ভূমি অধিগ্রহণ, Public Procurment, পরামর্শক/জনবল নিয়োগ, অবকাঠামো নির্মাণ, প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা য় আইএমইডি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন (Impact Evaluation) : আইএমইডি কতৃর্ক বাস্তবায়িত প্রকল্প/কমর্সূচীর ফলাফল (Output) এবং ফলাফলের সমন্বয়ে অর্জিত স্বল্প মেয়াদী সুফল (Outcome) এবং শেষ পর্যন্ত লক্ষ্যভুক্ত সুবিধাভোগী ও **আর্থ**-সামাজিক ব্যবস্থার উপর **দীর্ঘ** মেয়াদী প্রভাব ইত্যাদি নিরুপনের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভুক্ত কিছু সংখ্যক সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব আইএমইডি কতৃর্ক মূল্যায়ন করা হয়। প্রভাব মূল্যায়ন একটি গবেষণাধর্মী সমীক্ষা। সাধারণত অর্থনৈতিক নীতি ও অগ্রাধিকার এবং মূল্যায়নের জন্য প্রাপ্ত বরাদ্দের বিবেচনায় আইএমইডির সচিব এর নেতৃত্বে বিদ্যমান একটি কমিটি কর্তৃক প্রভাব মূল্যায়নের লক্ষ্যে প্রতিবছর কিছু সংখ্যক সমাপ্ত প্রকল্প বাছাই করা হয়। নির্বাচিত সমাপ্ত প্রকল্পের কলেবর, সমাপ্তির পর্যায় এবং প্রভাব মূল্যায়ন সম্পর্কিত তথ্য/উপাত্তের সহজলভ্যতার বিবেচনায় মূল্যায়ন কাজ সম্পাদনের জন্য পরামশর্ক ফার্ম নিয়োগ অথবা নিজস্ব জনবল দ্বারা প্রভাব মূল্যায়নের কাজ করা হয়।

মূল্যায়ন সমীক্ষার জন্য সাধারনত: বুদ্ধিভিত্তিক ও পেশাগত সেবা গ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট বাজেটের ভিত্তিতে (FBS) পরামশর্ক ফার্ম নিয়োগ করা হয়। এজন্য পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ অনুযায়ী যাবতীয় পদক্ষেপ অর্থাৎ প্রাপ্ত EOI মূল্যায়ন, সংক্ষিপ্ত তালিকাকরণ, কারিগরী ও আর্থিক মূল্যায়ন, নেগোশিয়েশন এবং Award প্রদানের সুপারিশ গ্রহণ করে অনুমোদনকারী কতৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করা হয়। অত:পর নিয়োজিত পরামর্শক ফার্ম কর্তৃক স্টাডি ডিজাইন প্রনয়ন করে ইনসেপশন রিপোর্টসহ স্টিয়ারিং কমিটির বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত হয়। সমীক্ষার জন্য Baseline Survey Data, অন্তবর্তী মূল্যায়ন, সমাপ্তি মূল্যায়ন (PCR) ও অন্যান্য তথ্যের সহজলভ্যতার ভিত্তিতে স্টাডি ডিজাইন নির্ধারণ করা হয়।

সাধারণতঃ বেইজ লাইন সার্ভের অনুপস্থিতিতে Control Group Post Test Only-ডিজাইন পদ্ধতির স্টাডি ডিজাইন গ্রহণ করা হয়। অত:পর Random Sampling এর ভিত্তিতে মাঠ পযার্য়ের স্টেকহোল্ডারগণ এর নিকট থেকে তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ পূর্বক তার যথাযথ বিশ্লেষণের মাধ্যমে খসড়া প্রতিবেদন তৈরী করা হয়। প্রতিটি মূল্যায়নের ভিত্তিতে গঠিত Technical Committee কতৃর্ক খসড়া প্রতিবেদনগুলো পর্যালোচনা করা হয় অত:পর বিভিন্ন সুবিধাভোগীদের প্রতিনিধি, পরিকল্পনা কমিশন/আইএমইডি/ইআরডি/দাতা সংস্থা এবং প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/দপ্তরের প্রতিনিধির সমন্বয়ে আয়োজিত ওয়াকর্শপ/সেমিনারের মাধ্যমে প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়। প্রতিবেদনে গৃহীত সুপারিশ/লব্ধ অভিজ্ঞতার উপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হয়।



সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতায় সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত “কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়ক নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের (পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণীত) সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদনের উপর গত ১২ মে ২০১৯ তারিখ বেলা ১:০০ ঘটিকায় বিভাগের সম্মেলন কক্ষে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মন্ত্রিপরিষদ সচিব জনাব মোহাম্মদ শফিউল আলম।



ক্লাইমেট রিজিলিয়েন্ট পার্টিসিপেটরী এফরেস্টেশন এন্ড রিফরেস্টেশন” শীর্ষক প্রকল্পের (পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণীত) প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ওপর ১৫ মে ২০১৯ তারিখ সকাল ১০:০০ ঘটিকায় এ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য(সিনিয়র সচিব) জনাব ড. শামসুল আলম।

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ এর মূল্যায়ন সেক্টর থেকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচিত প্রকল্প সমূহের প্রভাব মূল্যায়ন কাজ পরিচালিত হয়ে থাকে। প্রভাব মূল্যায়ন একটি গবেষণামূলক কাজ বিধায় এ কাজ যথেষ্ট সময় ও ব্যয় সাপেক্ষ। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ২৪টি উন্নয়ন প্রকল্প প্রভাব মূল্যায়ন করা হয়েছে। সে সকল প্রকল্পের তালিকা **পরিশিষ্ট-১** -এ দেয়া হলো।

সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন: প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে কাঙ্খিত সুফল জনগণের নিকট পৌঁছে দেয়ার জন্য আইএমইডি বাস্তবায়িত প্রকল্পের প্রান্তিক মূল্যায়নসহ সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন করে থাকে এবং সকল প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন (Terminal Evaluation) প্রতিবেদন বই আকারে প্রকাশ করে থাকে। আইএমইডি কর্তৃক ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে জুন, ২০১৯ মাস পর্যন্ত এপিএ অনুযায়ী সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদন জারির লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২৫০টি; যার বিপরীতে ২৭২টি (১০৮.৮০%) প্রতিবেদন জারি করা হয়। সমীক্ষায় প্রাপ্ত সুপারিশগুলি বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ করা হয়।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে e-GP- এর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড

সরকারি ক্রয়কার্যে অধিকতর স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও অবাধ প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গত ২ জুন, ২০১১ তারিখে জাতীয় ই-জিপি পোর্টাল (www.eprocure.gob.bd) উদ্বোধনের মাধ্যমে অন-লাইন পদ্ধতিতে টেন্ডার প্রক্রিয়াকরনের জন্য ই-জিপি [Electronic Government Procurement (e-GP)] পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়। ই-টেন্ডারিং (e-Tendering) এবং ই-চুক্তি ব্যবস্থাপনা (e-Contract management) একীভূত করে ই-জিপি (Integrated e-GP) ব্যবস্থা প্রবর্তন ডিজিটাল বংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে একটি বড় ধরণের পদক্ষেপ।

ই-জিপি চালুর ফলে বর্তমানে ঘরে বসে টেন্ডার ডকুমেন্ট জমা দেয়া যাচ্ছে। ই-টেন্ডারিং-এ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে দরপত্র/প্রস্তাব মূল্যায়ন চুক্তি ব্যবস্থাপনা, ই-পেমেন্টসহ আরো অনেক কাজ স্বল্প সময়ে, সহজে ও সম্মিলিতভাবে করা সম্ভব হচ্ছে। তাছাড়া অনেক বেশী প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি দরপত্র জমাদান প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারছে। অন-লাইনে টেন্ডার দাখিল এই সুবিধা প্রবর্তনের ফলে দরপত্রদাতাগণ ভয়-ভীতি ও ঝামেলা মুক্ত পরিবেশে দরপত্র জমা দেয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। এছাড়াও অন-লাইনে PROMIS (Procurement Management Information System) এর মাধ্যমে সংস্থাসমূহ কর্তৃক প্রক্রিয়াকরণকৃত দরপত্রসমূহে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধি-বিধান যথাযথ প্রতিপালন হচ্ছে কি না তাও পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে e-GP- এর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডনিম্নরূপ:

(১) দেশে e-Tendering-এর আওতায় ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগসহ মোট ১,৩০৪টি ক্রয়কারী সংস্থা ই-জিপি ব্যবস্থার আওতায় এসেছে। একইসঙ্গে ১৪,৫৪২ জন দরদাতা প্রতিষ্ঠান/দরদাতা e-GP-তে নিবন্ধিত হয়। e-GP সিস্টেমে ১,০৮,১৮৯টি দরপত্র আহবান করা হয় এবং ৬২,৫৫২টি চুক্তি সম্পাদিত হয়।

(২) দেশে ESCB (Engineering Staff College Bangladesh)-এ ৭৬৮ জন কর্মকর্তাকে ৩ সপ্তাহব্যাপী পাবলিক প্রকিউরমেন্ট ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(৩) ই-জিপি সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার ৩,৫৬৬ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(৪) অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সভায় পেশকৃত ৬৩টি ও সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সভায় পেশকৃত ৩৮০টি প্রস্তাব পরীক্ষা করে মতামত প্রস্তুত করা হয় এবং সভায় উপস্থাপন করা হয়।

(৫) "Digitizing Implementation Monitoring and Public Procurement Project (DIMAPPP)" প্রকল্পের Senior Procurement Consultant নিয়োগের নিমিত্ত মূল্যায়ন শেষে ব্যক্তি পরামর্শকের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং পরামর্শক গত ০১ জুলাই, ২০১৮ তারিখে কাজ শুরু করেছেন। DIMAPPP প্রকল্পের অধীনে সিপিটিইউ কর্তৃক ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত আদর্শ দরপত্র দলিলসমূহ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করার জন্য Translator Consultant Firm এর সাথে গত ৩০ জুলাই, ২০১৮ তারিখে Contract Signing সম্পন্ন হয়েছে। DIMAPPP প্রকল্পে জনবল সরবরাহের জন্য নির্বাচিত আউটসোর্সিং ফার্ম এর সঙ্গে গত ০৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

DIMAPPP প্রকল্পের Capacity Development & Professionalization এর জন্য পরামর্শক ফার্মের সাথে গত ১০ অক্টোবর, ২০১৯ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। DIMAPPP প্রকল্পের Need Assessment for Improvement of Functionalities of e-PMIS of IMED এর জন্য ফার্ম নিয়োগের নিমিত্ত ফার্মের সাথে ২৮ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়। আইএমইডি'র জনবল সরবরাহের জন্য আউটসোর্সিং ফার্মের সাথে গত ২১ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। DIMAPP প্রকল্পের আওতায় ০১ জন Web Developer (National) ০৯ ডিসেম্বর, ২০১৮ তারিখে নিয়োগ করা হয়। DIMAPP প্রকল্পের আওতায় আইএমইডি'র Office Furnishing /Refurnishing ক্রয়ের নিমিত্ত আহবানকৃত টেন্ডার ই-জিপিতে দরদাতাদের মূল্যায়নপূর্বক গত ০৯ ডিসেম্বর, ২০১৮ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ডিজিটাল আর্কাইভে সিপিটিইউ ২-পিপিআরপি ,এবং DIMAPPP প্রকল্পের বিভিন্ন ডকুমেন্ট আপলোডকরণের কাজ চলমান রয়েছে।

(৬) Online Connectivity for CPTU and IMED for MIS, e-GP and Utility Goods-এর জন্য পরামর্শক ফার্ম নিয়োগের নিমিত্ত ৩১ জুলাই ২০১৯ তারিখে Contract Signing সম্পন্ন হয়েছে।

(৭) National Development Fair-2018 সম্পন্ন করার নিমিত্ত Event Management ফার্মের সহিত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

(৮) Citizen Engagement Portal প্রস্তুতির জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের নিমিত্ত সকল প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক ১৯ মার্চ ২০১৯ তারিখ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

(৯) সিপিটিইউ'র তৃতীয় তলায় একটি Knowledge & Research Centre স্থাপন করা হয়। বিভিন্ন প্রকাশনা, বই এবং গবেষণাধর্মী পুস্তক এ কেন্দ্রে রাখার কাজ চলমান রয়েছে।

(১০) সিপিটিইউ-এ রিভিউ প্যানেলে ৭৩টি রিভিউ আপিল নিষ্পত্তি হয়েছে।

(১১) ০৮ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে 'Selection of Consulting Firm for Training Management in "Public Procurement System" in Australia and New Zealand' সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

(১২) ১২ আগস্ট ২০১৮ তারিখে 'Selection of Consulting Firm for Training Management in 'Public Procurement System' in Africa Region' সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

<u>প্রকল্প পরিদর্শন:</u> মাঠ পর্যায়ের প্রকল্প পরিদর্শন আইএমইডি'র একটি নিয়মিত কাজ। প্রকল্প পরিদর্শনের ক্ষেত্রে বছরের শুরুতেই একটি কর্মপরিকল্পনা সচিবের নিকট থেকে অনুমোদন নেয়া হয়। প্রকল্প পরিদর্শনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রকল্প, সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প, শ্লথ গতিসম্পন্ন প্রকল্প এবং সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্পকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়ে থাকে। এর ফলে প্রকল্পের স্পট, কাজের মান এবং অগ্রগতি সম্পর্কে একটি বাস্তব ধারণা পাওয়া যায়।

২০২১ সালে মধ্যে রূপকল্প বাস্তবায়ন, ২০৩০ সালের মধ্যে Sustainable Development Goals (SDGs) এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার সকল সেক্টরে স্মরণকালের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এ সকল প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারসহ দক্ষ জনবল দ্বারা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন করছে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)। চলমান প্রকল্পের শতভাগ পরিবীক্ষণ, গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করার লক্ষ্যে আইএমইডি'র কর্মচারিগণ নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। ইতোমধ্যেই তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে চলমান প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতিসহ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট হালনাগাদ তথ্যাদি প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।



চিত্র: আশুগঞ্জ ৪০০ (+/-৫ শতাংশ)মেগাওয়াট কম্বাইন্ড পাওয়ার প্ল্যান্ট (পূর্ব) নির্মাণ প্রকল্প, আশুগঞ্জ	চিত্র: পায়রা গভীর সমুদ্র বন্দর প্রকল্পের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে (জুলাই, ২০১ ৮-জুন, ২০১ ৯ পর্যন্ত) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement, APA) অনুসারে চলমান প্রকল্প পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন জারির লক্ষ্যমাত্রা ছিল **৭৯২**টি; যার বিপরীতে **৯৮৭**টি **(১২৪.৬২**%) পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন জারি করা হয়।

<u>নির্বাচিত চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ (In-depth Monitoring):</u> আর্থিক বরাদ্দ প্রাপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে প্রতি বছর পরামর্শক (ব্যক্তি/ফার্ম) নিয়োগের মাধ্যমে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)-এর মনিটরিং সেক্টরসমূহের আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের নির্বাচিত চলতি প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ পরিচালনা করা হবে। এ উদ্দেশ্যে প্রকল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ বিষয়াদি বিবেচনায় নিতে হবে:

ক) প্রকল্পটি কারিগরি/আর্থ-সামাজিক বিবেচনায় সরকারের অগ্রাধিকার, সমস্যাসংকুল ও গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প হতে হবে;
খ) প্রকল্পটি এডিপিভুক্ত চলতি বিনিয়োগ প্রকল্প হতে হবে (বিশেষ ক্ষেত্রে গুরুত্ব বিবেচনায় চলতি কারিগরি প্রকল্প হতে পারে) এবং এর বাস্তবায়নকাল সমীক্ষা শেষ হওয়ার পর আরও অন্তত: এক বছর থাকতে হবে;
গ) প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি সাধারণভাবে ৪০% হতে হবে; এবং
ঘ) কোন প্রকল্প একবারের বেশী সাধারণভাবে নিবিড় পরীবীক্ষণের আওতায় আনা যাবে না।

আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে চলতি প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমে সাধারণভাবে ব্যক্তি পরামর্শক বা পরামর্শক ফার্ম নিয়োগ করা হয়। পরামর্শক নিয়োগের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সরকারি ক্রয় আইন এবং বিধিমালা (পিপিএ-২০০৬, পিপিআর-২০০৮) অনুসরণ করা হয়। নিয়মিত পরিবীক্ষণ কাজে নিয়োগকৃত ব্যক্তি পরামর্শক/ফার্মকে

ক) নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ পরিচালনার জন্য নির্বাচিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং সম্পাদিত কাজের পরিমান ও গুনগত মান সম্পর্কে সুস্পষ্ট পর্যবেক্ষণ ও তার আলোকে প্রয়োজনীয় মতামত/সুপারিশ প্রদান;
খ) প্রকল্পের আংশিক কাজ বাস্তবায়নের পর সুফল সৃষ্টি হয়েছে কিনা কিংবা প্রকল্পটি পরিকল্পনা মোতাবেক বাস্তবায়িত হলে লক্ষমাত্রা অনুযায়ী সুফল অর্জন করা সম্ভব কিনা সে বিষয়ে মাঠ পর্যায় হতে প্রাইমারী ডাটা সংগ্রহ ও তা বিশ্লেষণের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট পর্যকেক্ষণ ও মতামত প্রদান;
গ) প্রকল্পের ক্রয় কার্য সম্পাদনে বিদ্যমান সরকারি ক্রয় আইন এবং বিধিমালা যথাযথ অনুসরন করা হচ্ছে কিনা তা অনুসন্ধানসহ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট পর্যবেক্ষণ করতে হয়।



সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতায় ডিটিএমটিসিএল কর্তৃক বাস্তবায়িত "Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-6)" শীর্ষক প্রকল্পের (পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণীত) নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের উপর ১৩ মে ২০১৯ তারিখে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব জনাব মোঃ নজিবুর রহমান এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব এম.এ. এন. ছিদ্দিক, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিএমটিসিএল।



বিদ্যুৎ বিভাগের আওতায় পিজিসিবি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ন্যাশনাল পাওয়ার ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের ওপর ২৭ মে ২০১৯ তারি খে এ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে পরিকল্পনা কমিশনের শিল্প ও শক্তি বিভাগের সদস্য মিজ শামীমা নার্গিস উপস্থিত ছিলেন ।

২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে ২৪টি চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। সমীক্ষায় প্রাপ্ত সুপারিশগুলি বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ করা হয়। (পরিশিষ্ট-২)

<u>প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন:</u> ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে এডিপিভুক্ত প্রকল্পের মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক মাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি আইএমইডি'র ওয়েবসাইটে (www.imed.gov.bd) নিয়মিত প্রকাশ করা হয়। প্রতিবেদনাধীন সময়ে এডিপি'র মাসিক, ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতির মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক তথ্য পরিকল্পনা কমিশন, বিভিন্ন সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। জাতীয় সংসদ সদস্যগণের জন্য প্রশ্নোত্তর প্রণয়ন করে তা জাতীয় সংসদে প্রেরণ করা হয়।

<u>এডিপিভুক্ত প্রকল্পের পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রণয়ন ও জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (NEC) সভায় উপস্থাপন:</u> আইএমইডি কর্তৃক প্রতি বছর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতির পর্যালোচনা করে সুপারিশ সহ বিস্তারিত প্রতিবেদন জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (NEC) সভায় উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। গত ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের এডিপি পর্যালোচনা প্রতিবেদন জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (NEC) সভায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ১৯ মার্চ, ২০১৯ তারিখে উপস্থাপন করা হয়েছে ও বই আকারে প্রকাশিত হয়েছে এবং আইএমইডি'র ওয়েবসাইটে আপলোড করা আছে।

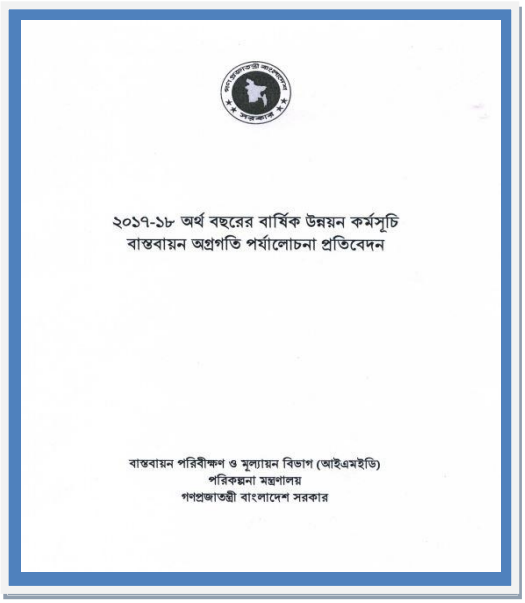
২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি
বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা প্রতিবেদন

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পের পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন আছে। নিম্নে ২০১ ৭-২০১৮ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্প ও সার্বিক এডিপি অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য দেয়া হলো:

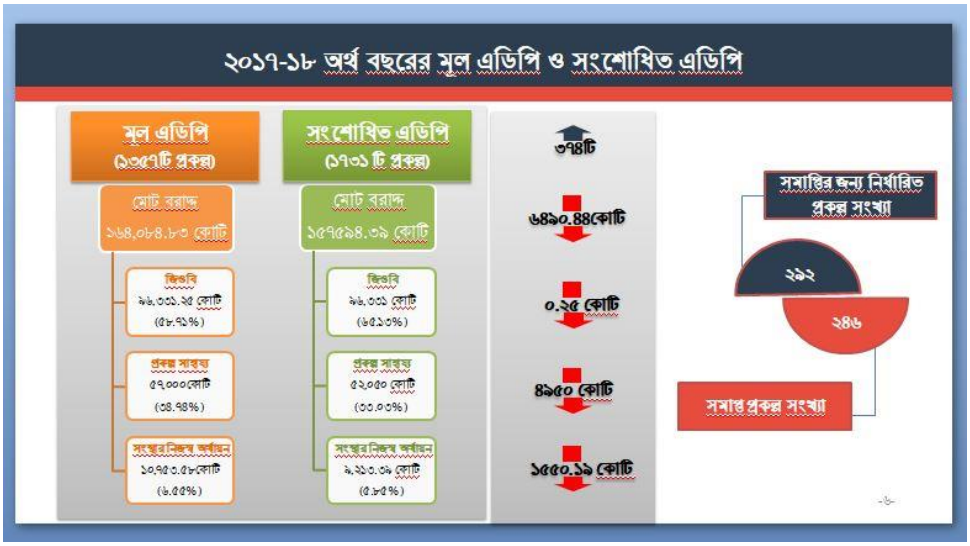

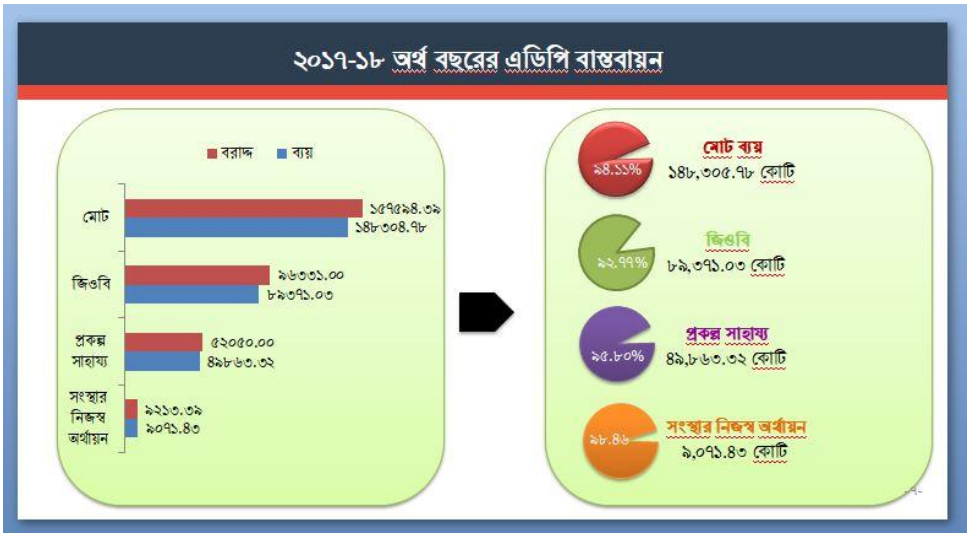

জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের(NEC) সভায় ২০১৯-১৮ অর্থবছরের১৯ মার্চ, ২০১৯ তারিখে ২০১৯-২০১৮ অর্থ বছরের এডিপি পর্যালোচনা প্রতিবেদনমাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সচিব জনাব আবুল মনসুর মোঃ ফয়েজউল্লাহ, এনডিসি উপস্থাপন করলে বিশ্লেষণধর্মী ও তথ্যবহুল এ উপস্থাপনা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রশংসিত হয়

সভা, কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ : বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) কর্তৃক প্রতিবেদনাধীন বছরে এ বিভাগে ১২ (বার)টি সমন্বয় সভা ও ১২ (বার)টি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া প্রশাসন অনুবিভাগের উদ্যোগে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, ইনোভেশন প্রস্তাব, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা, তথ্য অধিকার, বাজেট প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে সময়ে সময়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রশাসন অনুবিভাগের এবং এ বিভাগের আওতায় চলমান প্রকল্পের আয়োজনে সারা বছর বিভিন্ন প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয় । এছাড়াও বছরের বিভিন্ন সময়ে এ বিভাগ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে কর্মশালা আয়োজন করা হয়।

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মে , ২০১৯ মাস পর্যন্ত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব এম এ মান্নান , এমপি মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ১৬ জুন , ২০১৯ তারিখে এনইসি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সিনিয়র সচিব/সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব/উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।



চিত্রঃ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা

“স্ট্রেংদেনিং মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন ক্যাপাবিলিটিজ অব আইএমইডি (এসএমইসিআই) (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ICT & Related Field ম্যানুয়াল/গাইডলাইন প্রনয়ণের লক্ষ্যে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণীত প্রতিবেদনের ওপর গত ২৮ মে ২০১৯ তারিখ বেলা ১২:৪৫ ঘটিকায় বিভাগের সম্মেলন কক্ষে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সচিব জনাব এন এম জিয়াউল আলম।



চিত্রঃ ICT & Related Field ম্যানুয়াল/গাইডলাইন প্রনয়ণের লক্ষ্যে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণীত প্রতিবেদনের ওপর কর্মশালা

C3ER, Brac University কর্তৃক “Workshop on Need Assesment for Strengthening the Existing MRV Mechanism of IMED” বিষয়ে গত ১৪ মে ২০১৯ তারিখ বেলা ৩:০০ ঘটিকায় বিভাগের সম্মেলন কক্ষে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব আবুল মনসুর মোঃ ফয়েজউল্লাহ, এনডিসি। কর্মশালায় জলবায়ু সংক্রান্ত প্রকল্প সমূহের কার্যকর পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিষয়ে উপস্থাপনা প্রদান করেন সেন্টার ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল রিসার্চ এর উপদেষ্টা ড. আইনুন নিশাত এবং বাংলাদেশ সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড স্টাডিজের নির্বাহী পরিচালক ড. এ আতিক রহমান।



Workshop on Need Assesment for Strengthening the Existing MRV Mechanism of IMED

কার্যকর ও টেকসইভাবে সরকারি ক্রয়কার্য সম্পন্ন করতে অংশগ্রহণকারীদের মতামত গ্রহণ, ই-জিপি এবং পিপিআর সম্পর্কিত বিষয়বলি সম্পর্কে অবহিতকরণের উদ্দেশ্যে আয়োজন করা হয় "বাংলাদেশ সরকার-দরপত্রকারী ফোরাম " শীর্ষক কর্মশালা। ০৪ এপ্রিল ২০১৯, চ্যাটগ্রামের ডিসি অফিস কনফারেন্স রুমে আ য়োজিত এ কর্মশালায় আইএমইডি সচিব এবং ডিজি সিপিটিইউর উপস্থিতিতে দরপত্রকারীগণ উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব ব্যাংকের লিড প্রকিউরমেন্ট বিশেষজ্ঞ ড. জাফরুল ইসলাম ।



চিত্রঃ বাংলাদেশ সরকার-দরপত্রকারী ফোরাম- শীর্ষক কর্মশালা

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তাদের জন্য "Project Management, Monitoring and Evaluation" প্রশিক্ষণ আয়োজন করে। ০৭-০৯ আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত ০৩ (তিন) দিনব্যাপী আইএমইডি'র সম্মেলন কক্ষে প্রশিক্ষণটি অনুষ্ঠিত হয়।



"Project Management, Monitoring and Evaluation" প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে আইএমইডির কর্মকর্তাবৃন্দ

তারিখ- গত ২৫-২৮ এপ্রিল, ২০১৯ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়ায় আইএমইডির এসএমইসিআই প্রকল্পের উদ্যোগে Database Management Training Couse এর আয়োজন করা হয়। কয়েকটি পর্যায়ে সমাপ্ত করা হয় উক্ত আবাসিক প্রশিক্ষণটি ।



চিত্রঃ Database Management Training Couse

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে র আওতায় বাস্তবায়নাধীন এসএমইসিআই প্রকল্পের উদ্যোগে এ বিভাগের কর্মচারীদের অংশগ্রহণে কয়েকটি ব্যাচে **অফিস ব্যবস্থাপনা, নথি ব্যবস্থাপনা ও অনলাইন পিএমআইএস** প্রশিক্ষণ কক্সবাজারে অনুষ্ঠিত হয়।



চিত্রঃ অফিস ব্যবস্থাপনা, নথি ব্যবস্থাপনা ও অনলাইন পিএমআইএস প্রশিক্ষণের একটি ব্যাচ

<u>জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামোর আওতায় পুরস্কার:</u>

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল হলো চারিত্রিক সাধুতা বা শুদ্ধতা অর্জন এবং দুর্নীতি দমনের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় জাতীয় একটি কৌশল-দলিল; যেখানে প্রাতিষ্ঠানিক আইনকানুন ও বিধি-বিধানের সুষ্ঠু প্রয়োগ, পদ্ধতিগত সংস্কার ও উন্নয়ন, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট সকলের চরিত্রনিষ্ঠা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গৃহীতব্য কার্যক্রম চিহ্নিত করা হয়েছে।



জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম -পরিকল্পনা ও অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো ২০১ ৮-২০১৯ এর আওতায় ০২ (দুই) জন কর্মকর্তা/কর্মচারিকে ক্রেস্ট, সনদ এবং আর্থিক পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জন্য শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালায় বর্ণিত সূচকের আলোকে এ বিভাগের উপসচিব মীর আব্দুল আল মেহেদী এবং সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর জনাব ইয়াসমিন সুলতানাকে পুরস্কার প্রদান করেন বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সচিব জনাব আবুল মনসুর মোঃ ফয়েজউল্লাহ।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী তথ্য সরবরাহ: তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী তথ্যের জন্য আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তথ্য সরবরাহের নিমিত্ত বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা, বিকল্প তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা, আপিল কর্তৃপক্ষ নিয়োগ করা হয়েছে। উক্ত কর্মকর্তার নিকট নির্ধারিত ফরমে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করা হলে নিয়মিত তথ্য প্রদান করা হয়ে থাকে। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী ২০১৮-১৯ অর্থবছরে তথ্য সরবরাহের জন্য প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা ০১টি এবং তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত আবেদনের সংখ্যা ০১টি। নিম্নলিখিত ছকে তা উল্লেখ করা হলো।

ক্র নং	কর্তৃপক্ষের নাম	তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ফরমেট অনুযায়ী তথ্য সরবরাহের জন্য প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা	তথ্য সরবরাহের মাধ্যেমে নিষ্পত্তিকৃত আবেদনের সংখ্যা	অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা ও উক্ত সিদ্ধান্তের কারণ	দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিলের সংখ্যা	আপিলের নিষ্পত্তির সংখ্যা	কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গৃহীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থার সংখ্যা	তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা ২০০৯ আর বিধি ৮ অনুযায়ী তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণ
১	জুলাই/১৮	০	০	০	০	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	০	০
২	আগস্ট/১৮	০	০	০	০	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	০	০
৩	সেপ্টেম্বর/১৮	০	০	০	০	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	০	০
৪	অক্টোবর/১৮	০	০	০	০	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	০	০
৫	নভেম্বর/১৮	০	০	০	০	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	০	০
৬	ডিসেম্বর/১৮	০১	০১	০	০	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	০	০
৭	জানুয়ারি/১৯	০	০	০	০	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	০	০
৮	ফেব্রুয়ারি/১৯	০	০	০	০	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	০	০
৯	মার্চ/১৯	০	০	০	০	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	০	০
১০	এপ্রিল/১৯	১	১	০	০	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	০	০
১১	মে/১৯	০	০	০	০	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	০	০
১২	জুন/১৯	১৬	১৬	০	০	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	০	০
	মোট	১৮	১৮	০	০	-	-	০	০

ভিডিও কনফারেন্স: Online Project Monitoring এর অংশ হিসেবে ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে ৩৬ (ছত্রিশ) টি জেলার জেলা প্রশাসক এবং জেলা পর্যায়ে এডিপি বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে এ বিভাগের ৩৬ (ছত্রিশ) টি ভিডিও কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। ভিডিও কনফারেন্সে জেলা পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়নে নিয়োজিত বিভিন্ন সংস্থার কর্মকর্তাদের সাথে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের সমস্যাসমূহ ও অগ্রগতি পর্যালোচনা করে দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়।



২৭ জুন ২০১৯ অনুষ্ঠিত জেলা প্রশাসক, বগুড়া ও জেলা পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা প্রধানগণের সাথে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি), পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের ভিডিও কনফারেন্স

২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে ৩৬ (ছত্রিশ) জেলার জেলা প্রশাসক এবং জেলা পর্যায়ে এডিপি বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে এ বিভাগের ভিডিও কনফারেন্স সম্পর্কিত তথ্য নিম্নরূপঃ

ক্রম	বিভাগ	জেলার নাম	তারিখ
১.	ঢাকা	জেলা প্রশাসক, ঢাকা	২৯ অক্টোবর, ২০১৮
২.		জেলা প্রশাসক, শরীয়তপুর	০৭ অক্টোবর, ২০১৮
৩.	চট্টগ্রাম	জেলা প্রশাসক, ফরিদপুর	০২ আগস্ট, ২০১৮
৪.		জেলা প্রশাসক, কুমিল্লা	২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯
৫.		জেলা প্রশাসক, ফেনী	২৫ জুন, ২০১৯
৬.		জেলা প্রশাসক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	০১ জুলাই, ২০১৮
৭.		জেলা প্রশাসক, নোয়াখালী	২৭ জুন, ২০১৯
৮.		জেলা প্রশাসক, চাঁদপুর	১৪ মার্চ, ২০১৯
৯.		জেলা প্রশাসক, লক্ষীপুর	২৭ জুন, ২০১৯
১০.		জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি	১৪ নভেম্বর, ২০১৮
১১.		জেলা প্রশাসক, বান্দরবান	১৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৮
১২.	রাজশাহী	জেলা প্রশাসক, বগুড়া	২৭ জুন, ২০১৯
১৩.		জেলা প্রশাসক, নাটোর	১১ এপ্রিল, ২০১৯
১৪.		জেলা প্রশাসক, জয়পুরহাট	১৯ জুন, ২০১৯
১৫.		জেলা প্রশাসক, নওগাঁ	০৭ এপ্রিল, ২০১৯
১৬.		জেলা প্রশাসক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৩১ মার্চ, ২০১৯
১৭.	খুলনা	জেলা প্রশাসক, মেহেরপুর	১১ মার্চ, ২০১৯
১৮.		জেলা প্রশাসক, নড়াইল	০৯ অক্টোবর, ২০১৮
১৯.			০৬ মার্চ, ২০১৯
২০.		জেলা প্রশাসক, বাগেরহাট	০৭ মার্চ, ২০১৯
২১.		জেলা প্রশাসক, ঝিনাইদহ	১৩ মার্চ, ২০১৯
২২.	বরিশাল	জেলা প্রশাসক, পটুয়াখালী	২৮ অক্টোবর, ২০১৮
২৩.		জেলা প্রশাসক, পিরোজপুর	১৮ অক্টোবর, ২০১৮
২৪.		জেলা প্রশাসক, ভোলা	১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯
২৫.		জেলা প্রশাসক, বরগুনা	২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯
২৬.	সিলেট	জেলা প্রশাসক, হবিগঞ্জ	৩১ মার্চ, ২০১৯
২৭.		জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ	০৩ মার্চ, ২০১৯
২৮.	রংপুর	জেলা প্রশাসক, পঞ্চগড়	৩১ মার্চ, ২০১৯
২৯.		জেলা প্রশাসক, লালমনিরহাট	২১ অক্টোবর, ২০১৮
৩০.		জেলা প্রশাসক, নীলফামারী	২২ অক্টোবর, ২০১৮
৩১.		জেলা প্রশাসক, গাইবান্ধা	০৭ মার্চ, ২০১৯
৩২.		জেলা প্রশাসক, ঠাকুরগাঁও	১৯ আগস্ট, ২০১৮
৩৩.		জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম	০৫ নভেম্বর, ২০১৮
৩৪.	ময়মনসিংহ	জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ	১৬ অক্টোবর, ২০১৮
৩৫.		জেলা প্রশাসক, জামালপুর	২৭ জুন, ২০১৯
৩৬.		জেলা প্রশাসক, নেত্রকোণা	৩১ মার্চ, ২০১৯

ই-ফাইলিং: ডিজিটাল পদ্ধতিতে দাপ্তরিক নথি নিষ্পত্তির কার্যক্রম ই-ফাইলিং চালু করেছে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ। ই-ফাইলিং এর ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে এর কার্যক্রম এগিয়ে চলছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এ বিভাগটি ই-ফাইলিং কার্যক্রমে শীর্ষস্থানীয় মন্ত্রণালয় ও বিভাগ গুলোর মধ্যে অন্যতম শীর্ষ অবস্থানে ছিল। এ বিভাগে উপস্থাপিত সকল নথি একই সাথে মুদ্রিত নথি ও ই-নথিতে উপস্থাপন করা হয়।

<u>বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)</u> :

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) মূলত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননী য় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি নিধি হিসেবে মন্ত্রিপরিষদ সচিব এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় /বিভাগের সচিবের মধ্যে স্বাক্ষরিত একটি সমঝোতা দলিল।

সরকারি কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি , সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকর ণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আওতায় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রবর্তন করা হয়েছে। এই চুক্তিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ, এ সকল কৌশলগত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য গৃহীত কার্যক্রমসমূহ এবং এ সকল কার্যক্রমের ফলাফল পরিমাপের জন্য কর্মসম্পাদন সূচক ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বিধৃত রয়েছে। সংশ্লিষ্ট অর্থবছর সমাপ্ত হওয়ার পর ঐ বছরের চুক্তিতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রাসমূহের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় /বিভাগের প্রকৃত অর্জন মূল্যায়ন করা হয়। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে এপিএ বাস্তবায়নে জাতীয় পর্যায়ে এ বিভাগ ২য় স্থান অর্জন করে; যা ২০১৯-২০ অর্থবছরে ঘোষণা করা হয়।



চিত্র: সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে ২য় স্থান অর্জন করায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-এর নিকট থেকে সম্মাননা গ্রহণ করছেন সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ



চিত্র:২৩ জুন, ২০১৯ তারিখে বিভাগের সম্মেলন কক্ষে সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ -এর সাথে সেক্টর প্রধানগণের ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) স্বাক্ষরিত হয়।

নিয়মিত Public Procurement Newsletter(ত্রৈমাসিক) প্রকাশ:

সরকারি ক্রয় বিষয়ক বিভিন্ন অনুষ্ঠান, কর্মশালা, প্রশিক্ষণ, বিধি-বিধান ও প্রমিত দরপত্র দলিল সংক্রান্ত আপডেট, অন্যান্য ক্রয়কারী সংস্থার ক্রয় সংক্রান্ত সংবাদ, তথ্য ও সফলতার বিবরণ প্রকাশ করা হয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে র বিভিন্ন কর্মশালা , সেমিনারের সংবাদও এ নিউজলেটারে প্রতিফলিত হয়। সর্বোপরি এ নিউজলেটারের মাধ্যমে সরকারি ক্রয়ের সংগে যুক্ত সকলেই সরকারি ক্রয়ের বিধিবিধান ও সর্বশেষ অবস্থান বিষয়ে নিজেকে হালনাগাদ করা র সুযোগ পায় এবং দেশে বিদেশে উদ্ভুত তথ্য বিনিময়ের একটি প্লাটফর্ম হিসেবে নিউজলেটারটি ভূমিকা পালন করে।



Project Management Information System (PMIS):

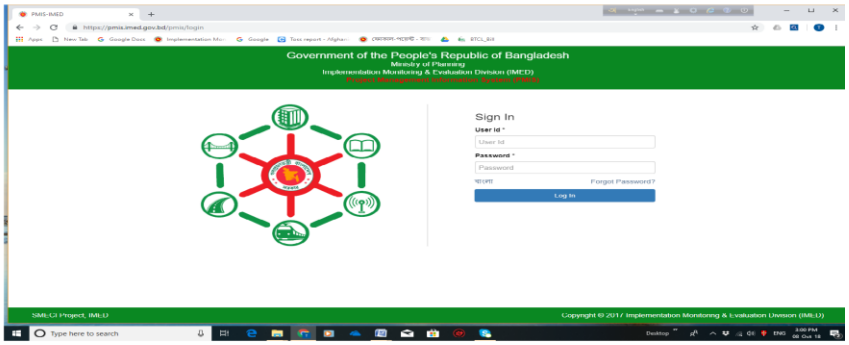

প্রকল্প পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা Digitalized করার লক্ষ্যে এ বিভাগের আওতায় প্রণীত Project Management Information System (PMIS) সফট্ওয়্যার ব্যবহারের নিমিত্ত এ পর্যন্ত ১,৯৭৩ জন প্রকল্প পরিচালক/প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মচারি-কে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বর্তমানে চলমান আছে। এর পাশাপাশি এডিপিভুক্ত প্রকল্পের তথ্যাদি উল্লেখিত সফট্ওয়্যারে আপলোড করাসহ ৬০০টির অধিক প্রকল্পের হালনাগাদ তথ্য Live-এ আনা হয়েছে। PMIS সফট্ ওয়্যারের মাধ্যমে বেশ কিছু সংখ্যক প্রকল্পের Project Completion Report (PCR) প্রণয়ন করা হয়েছে।



বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন স্ট্রেংদেনিং মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন ক্যাপাবিলিটিজ অব আইএমইডি (এসএমইসিআই) (২য় সংশোধিত) প্রকল্পের আওতায় বিভাগের নিজস্ব ল্যাবে Project Management Information System (PMIS) বিষয়ক প্রশিক্ষণ

গত ২১ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে তাঁর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত পরিকল্পনা কমিশন সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের একটি হচ্ছেঃ

"স্বল্পতম সময়ে মনিটরিং ব্যবস্থা ডিজিটাইজড করতে
প্রকল্পের অন-লাইন ডাটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম প্রবর্তন করতে হবে"।

এ পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ "Project Management Information System (PMIS)" সফটওয়্যারটি তৈরি করেছে এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার প্রকল্প পরিচালকসহ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রায় সকল কর্মকর্তাকে এ সফটওয়্যার ব্যবহার বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহ, সংস্থা, মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তর কর্তৃক ব্যবহারের নিমিত্ত উক্ত সফটওয়্যারটি গত ২৬ নভেম্বর , ২০১৮ তারিখে উদ্বোধন করা হয়েছে। উদ্বোধনী সভায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সিনিয়র সচিব/সচিব , পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য ও বিভাগ প্রধানগণ , আইএমইডির কর্মকর্তাবৃন্দ, সফটওয়্যার নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান Information Entertainment & Communication Ltd (IECL) এর কর্মকর্তাবৃন্দ এবং এসএমইসিআই (২য় সংশোধিত) প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকসহ প্রকল্পের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।



চিত্রঃ PMIS উদ্বোধন অনুষ্ঠান

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে উন্নয়ন প্রকল্পের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি ডিজিটালাইজড করার লক্ষ্যে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক প্রণীত "Project Management Information System (PMIS)" শীর্ষক অন-লাইন ডাটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমটি ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তর , সংস্থা, মন্ত্রণালয়/বিভাগ ব্যবহার শুরু করেছে। উক্ত প্রক্রিয়াটি অধিকতর সক্রিয় করার নিমিত্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে মনোনীত PMIS ফোকাল পার্সনগণকে নিয়ে ০৫ মে, ২০১৯ দিনব্যাপি একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব এম এ মান্নান , এমপি। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন এ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব আবুল মনসুর মোঃ ফয়েজউল্লাহ, এনডিসি।



চিত্রঃ PMIS ফোকাল পার্সনগণকে নিয়ে ০৫ মে, ২০১৯ দিনব্যাপি একটি কর্মশালা

জাতীয় দিবস উদযাপনঃ

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের (আইএমইডি) উদ্যোগে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপন করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে উদযাপিত এ রকম কিছু দিবসের উদযাপন সংক্রান্ত তথ্য সচিত্র উপস্থাপন করা হলো:

১৫ আগস্ট, ২০১৮ স্বাধীনতার মহান স্থপতি সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৩ তম শাহাদাত বার্ষিকীতে জাতীয় শোক দিবস-২০১৮ যথাযথ মর্যাদায় পালন উপলক্ষে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) কর্তৃক দিনব্যাপি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

এ বিভাগের সচিব জনাব মো: মফিজুল ইসলাম সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে নিয়ে বঙ্গবন্ধু স্মৃতিবিজড়িত ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান।



চিত্রঃ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের পূর্বে অনুষ্ঠিত র‍্যালি

সকাল ১১ ঘটিকায় এ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সচিব জনাব মো: মফিজুল ইসলাম এঁর উপস্থিতিতে আলোচনা সভায় এ বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বর্ণাঢ্য জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। সচিব মহোদয় তাঁর বক্তব্যে বঙ্গবন্ধুর লালিত স্বপ্ন সোনার বাংলা গড়ে তোলার লক্ষ্যে তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভিশন ২০৪১ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সকলকে একযোগে কাজ করার আহবান জানান। আলোচনা শেষে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।



চিত্রঃ জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আইএমইডিতে আয়োজিত আলোচনা ও দোয়া মাহফিল

<u>বিভিন্ন মেলায় অংশগ্রহণ</u>: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার আয়োজিত বিভিন্ন মেলায় (যেমন: উন্নয়ন মেলা, ডিজিটাল মেলা) বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।



শের-ই-বাংলানগর, আগারগাঁও ঢাকাতে তিনদিন ব্যাপী আয়োজিত ৪র্থ জাতী য় উন্নয়ন মেলা ২০১৮ তে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষন ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি), পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের স্টলে সরকারের পদস্থ কর্তাবৃন্দ, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সর্ব সাধারণ কর্তৃক পরিদর্শনস্টলে আগত দর্শনার্থীবৃন্দ ই-জিপি সিস্টেম , পিএমআইএস, প্রকল্প পরিবীক্ষন ও মূল্যায়নসহ এ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে জানতে পেরেছেন।

<u>বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের উদ্যোগে বাস্তবায়নাধীন তিনটি প্রকল্পের অগ্রগতি:</u>

আইএমইডি'র আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প সংখ্যা ০৩টি। প্রকল্প ০৩টির অনুকূলে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিতে মোট বরাদ্দ ১০৪.৫৩ (জিওবি ৩২.৮৭ ও প্রকল্প সাহায্য ৭১.৬৬) কোটি টাকা এর মধ্যে জুন, ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১০৩.২৭ (জিওবি ৩১.৬৬ ও প্রকল্প সাহায্য ৭১.৬১ কোটি টাকা। সংশোধিত এডিপি বরাদ্দের বিপরীতে এ অর্থবছরে জুন, ২০১৯ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৯৯.৯৩%।

Digitizing Implementation Monitoring and Public Procurement Project (DIMAPPP):

PPRP-II প্রকল্পের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে CPTU বাস্তবায়ন করছে Digitizing Implementation Monitoring and Public Procurement Project (DIMAPPP) টেকসই সরকারি ক্রয় নিশ্চিতকল্পে এবং SDG এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। Digitizing Implementation Monitoring and Public Procurement Project (DIMAPPP) শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি মাননীয় মন্ত্রী , পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ০৬/০৭/২০১৭ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটির অনুমোদিত মোট ব্যয় ৪৪১৫৭.৫০ লক্ষ (চারশত একচল্লিশ কোটি সাতান্ন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা যার মধ্যে জিওবি: ৩৯০০.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য: ৪০২৫৭.৫০ লক্ষ টাকা।

বাস্তবায়নকারী	সেন্টাল প্রকিউরমেন্ট এন্ড টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ)
কারিগরী ও আর্থিক সহায়তা	আইডিএ, বিশ্বব্যাংক
বাস্তবায়নকাল	জুলাই ২০১৭ – জুন ২০২২

বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় সিপিটিইউ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পটির অনুকূলে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত ৯২.৮৭ কোটি টাকার বিপরীতে জুন, ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয় দাঁড়ায় ৯২.৬৬ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের প্রায় ৯৯.৭৭%।

Strengthening Monitoring and Evaluation Capabilities of IMED (SMECI) (2nd Revised) Project:

উদ্দেশ্যঃ

প্রকল্পটির প্রধান প্রধান উদ্দেশ্য নিম্নরূপ:

১। তৃণমূল পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প পরিদর্শনে আইএমইডি'র নিজস্ব যানবাহন সুবিধা সৃষ্টি করা এবং নিরপেক্ষ ও তরিত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;

২। অন্যান্য লজিষ্টিক সুবিধাদি (আইটি যন্ত্রপাতি , ল্যান, ইন্টারনেট ইত্যাদিসহ) নিশ্চিত করা

৩। মন্ত্রণালয়/বিভাগ সমূহ থেকে ইলেকট্রনিক উপায়ে উপাত্ত ও তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে PMIS (Project Management Information System) প্রতিষ্ঠা করা;

৪। রেজাল্ট বেইজড মনিটরিং (RBM) চালুর লক্ষ্যে আইএমইডি কর্তৃক প্রণীত 'স্ট্রেটেজিক প্ল্যান (এসপি-২০০৮)' বাস্তবায়ন শুরু করা;

৫। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম অধিকতর কার্যকরভাবে চালুর লক্ষ্যে মনিটরিং ও মূল্যায়নের উপর সেক্টর ভিত্তিক ম্যানুয়াল তৈরি করা;

৬। মনিটরিং ও মূল্যায়ন কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য দেশ-বিদেশে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করা;

৭। পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদনে আর্থিক, বাস্তব অগ্রগতি তথ্যের পাশাপাশি প্রকল্পে ব্যবহৃত নির্মাণ সামগ্রীর গুণাগুণের পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য BUET/ BCSIR এর সাথে চুক্তি সম্পাদন ও বাস্তবায়ন করা।

উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে আইএমইডি'র ভূমিকার গুরুত্ব বিবেচনায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ২৯/০৭/২০০৯ তারিখের অনুশাসনের ভিত্তিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ গত ০৩/০৮/২০০৯ তারিখে আইএমইডিকে শক্তিশালীকরণের জন্য একটি নির্দেশনা জারি করে। উক্ত নির্দেশনার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয় বিবেচনা করা হয়ঃ

"বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূলধারায় প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রমের বিশেষ অবদান রয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ফলপ্রসু ও কার্যকর করার সাথে এবং যথাযথ প্রকল্প বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণের ক্ষেত্রে Implementation Monitoring and Evaluation Division (IMED)- এর কার্যক্রম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিদর্শন ও মূল্যায়ন কার্যক্রম অধিকতর কার্যকর ও যুগোপযোগী করার নিমিত্ত IMED- এর কার্যক্রম, বাস্তবায়ন কৌশল, বিজ্ঞানভিত্তিক, আধুনিক ও বাস্তবসম্মত হওয়া একান্ত প্রয়োজন"।

উক্ত অনুশাসন ও নির্দেশনার প্রেক্ষিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে স্ট্রেংদেনিং মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন ক্যাপাবিলিটিজ অব আইএমইডি (এসএমইসিআই) শীর্ষক প্রকল্পটি আইএমইডি কর্তৃক বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রনয়ণ করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সংশোধিত এডিপিতে এ প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৯.৫৪ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয় তন্মধ্যে জুন ২০১ ৯ পর্যন্ত সময়ে মোট ব্যয় হয় ৮.৬১ কোটি টাকা, যা সংশোধিত বরাদ্দের ৯০.২৯% ।

Capacity Development for Monitoring and Reporting to Increase the EffectiveCoverage of Basic Social Services (CDMRI-ECBSS) for children and women in Bangladesh (Phase-II) Project:

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হলো, সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে শিশু ও নারীদের সামাজিক মৌলিক পরিসেবার কার্যকর কাভারেজ বৃদ্ধিকল্পে নিরীক্ষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়নে আইএমইডি ও সংশ্লিষ্ট সহযোগী মন্ত্রণালয়ের সক্ষমতা আরো বৃদ্ধি করা।

- সামাজিক পরিষেবার কার্যকর কভারেজের নিরীক্ষণ, মূল্যায়ন এবং প্রতিবেদন প্রস্তুতের জন্য আইএমইডির অধীনে একটি সমন্বিত জাতীয় ব্যবস্থা স্থাপন করা;
- তথ্য সংগ্রহ, প্রতিবন্ধকসমূহের বিশ্লেষণ এবং সাময়িক প্রতিবেদন তৈরী করতে আইএমইডি, ইআরডি, এসআইডি/বিবিএস ও বিআইডিএস-এর প্রাতিষ্ঠানিক এবং মানবসম্পদ ক্ষমতার উন্নয়ন করা;
- GOB-UNICEF-এর কর্মসূচি পর্যালোচনা করা এবং উচ্চ পর্যায়ের যৌথ মিশনে অংশগ্রহণ করা;
- মৌলিক সামাজিক পরিষেবার কার্যকর কভারেজ তাৎক্ষণিক পর্যবেক্ষণে জাতীয় ও উপ-জাতীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- ন্যায্যতার সাথে শিশু ও নারীর উপকারার্থে প্রমাণভিত্তিক পরিকল্পনা, বাজেট ও কার্যক্রম প্রণয়নের জন্য উন্নয়ন-প্রতিবন্ধকতার দালিলিকরণ, বিতরণ ও সুব্যবহার করা;
- অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর মৌলিক সামাজিক পরিষেবার কার্যকর কভারেজ প্রাপ্তির পথে বাস্তবায়ন প্রতিবন্ধকতাসমূহের পদ্ধতিগত অনুসরণ ও অপসারণ ।
- অনগ্রসর শিশু ও নারীদের জন্য ন্যায্যতাভিত্তিক ফলাফল অর্জনে সম্পদের বর্দ্ধিত ও অধিক দক্ষ ব্যবহারের জন্য প্রচার করা।

প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৯.০৮ কোটি টাকা, ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে র সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দকৃ ১.৫০ কোটি টাকার বিপরীতে জুন, ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয় দাঁড়ায় ১.৩৮ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের প্রায় ৯২.২৫%।

উপসংহারঃ

উন্নয়নের মহাসড়কে বাংলাদেশের দূর্বার এগিয়ে চলার গতি বিশ্ববাসীর অনুসরণীয় মডেল হিসেবে স্থান পেয়েছে। উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রে সরকার যেমন-গ্রহণ করছে সময়োপযোগী কর্মপরিকল্পনা তেমনি সফল করছে এর প্রকৃত বাস্তবায়ন। ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও SDG-এর লক্ষ্যমাত্রার সাথে সঙ্গতি রেখে সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা, ই-জিপি সম্প্রসারণ, মনিটরিং ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে রেজাল্ট-বেইজড ম্যানেজমেন্টের প্রয়োগ, প্রকল্প বাস্তবায়নের তথ্য অনলাইনে সংগ্রহ এবং মনিটরিং কর্মকর্তাদের লজিষ্টিক সাপোর্ট বৃদ্ধির উদ্যোগ বাস্তবায়নাধীন আছে। সরকারি ক্রয়ে ইলেকট্রনিক টেন্ডারিং বাস্তবায়ন এবং নিবিড় পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা বলবৎ করার ফলে উন্নয়ন খাতে সম্পদের অপচয় এবং দুর্নীতি দূর করার মজবুত ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। এসব কার্যক্রমের ফলে দারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থান, মানবসম্পদ উন্নয়ন, কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা, পল্লী উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, নিরাপদ পানি সরবরাহ, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও বিদ্যুৎ সেক্টরের উন্নয়ন, পরিবেশ ও জলবায়ু সংরক্ষণ, আইসিটি তথা ইন্টারনেট, টেলিফোন-এর উন্নয়ন, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, বিচার ব্যবস্থা ও মানবাধিকার পরিস্থিতির সূচকসমূহের অর্জন বেগবান হয়েছে। এসব উন্নয়নের সুফল জনগণ অধিক হারে পাচ্ছেন।

পরিশিষ্ট-১

সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন (Impact Evaluation) এর তালিকা :

২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের মূল্যায়ন সেক্টর কর্তৃক ২৪ টি সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন তালিকা নিম্নরূপ:

০১। প্রি-পেমেন্ট মিটারিং প্রজেক্ট ফর ৫ এনওসিএস ডিভিশন আন্ডার ডিপিডিসি।
০২। ভূমিহীন ও অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বাসস্থান নির্মাণ প্রকল্প।
০৩। Strengthening government through Capacity Development of the BCS Cadre Officials (3rd Revised).
০৪। কক্সবাজার-টেকনাফ-মেরিন ড্রাইভ সড়ক নির্মাণ (শিলখালী থেকে টেকনাফ) প্রকল্প।
০৫। সৈয়দপুর রেলওয়ে কারখানা আধুনিকীকরন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প।
০৬। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প।
০৭। ঢাকা মহানগরীতে ফ্লাইওভার ব্রীজ নির্মাণ [মগবাজার-মৌচাক (সমন্বিত) ফ্লাইওভার নির্মাণ]।
০৮। ঢাকা ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড স্যানিটেশন (২য় সংশোধিত)।
০৯। বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প।
১০। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সমন্বিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা।
১১। কনস্ট্রাকশন অব এ কনক্রীট গ্রেইন সাইলো এ্যাট মংলা পোর্ট উইথ এনসিলারি ফ্যাসিলিটিজ (এমটি ক্যাপাসিটি ৫০,০০০)।
১২। ভূ-উপরিস্থ পানি উন্নয়নের মাধ্যমে সেচ কর্মসূচি (১ম সংশোধিত)।
১৩। সাউথ এশিয়া ট্যুরিজম ইনফ্রাস্ট্রাচার ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (২য় সংশোধিত)।
১৪। ৩টি শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন এবং ২২টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র সংস্কার ও আধুনিকায়ন (১ম সংশোধিত)।
১৫। ১৯টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ (২য় সংশোধিত)।
১৬। অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ সাধন প্রকল্প ২য় পর্যায়।
১৭। মাদারীপুর চরমুগুরিয়া-টেকেরহাট ও গোপালগঞ্জ নৌ-পথ খনন (১ম সংশোধিত)।
১৮। ক্লাইমেট রিজিলিয়েন্ট পার্টিসিপেটরী এফোরেষ্টশন এন্ড রিফোরেস্টমন (সিআরপিএআরপি)।
১৯। অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ এলাকার জনগণের দারিদ্র বিমোচন ও জীবিকা নির্বাহ নিশ্চিতকরণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) প্রকল্প।
২০। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।
২১। উত্তরবঙ্গের ৭ টি জেলায় বেকার যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্নকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি (২য় সংশোধিত) প্রকল্প।
২২। স্বল্পমূল্যের সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রযুক্তির উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)।
২৩। চাইল্ড সেনসেটিভ সোশ্যাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ।
২৪। মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৩য় পর্যায়।

পরিশিষ্ট-২

মনিটরিং সেক্টরসমূহ কর্তৃক **২০১৮-১৯ অর্থ বছরে নিবিড় পরিবীক্ষণকৃত প্রকল্পের তালিকা:**

০১। উপকুলীয় ও ঘূর্ণিঝড় প্রবণ এলাকায় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ (২য় পর্যায়)।
০২। প্রিপেইড গ্যাস মিটার স্থাপন ফর টিজিটিডিসিএল।
০৩। ন্যাশনাল পাওয়ার ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট।
০৪। বিমান বন্দর বাইপাস ইন্টারসেকশন- লালবাগ-সালুটিকর-কোম্পানীগঞ্জ-ভোলাগঞ্জ সড়ককে জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ।
০৫। Dhaka Mass Rapid Transit Development Project.
০৬। আখাউড়া থেকে লাকসাম পর্যন্ত ডুয়েলগেজ ডাবল রেললাইন নির্মাণ এবং বিদ্যমান রেললাইনকে ডুয়েলগেজে রূপান্তর প্রকল্প।
০৭। ৪০টি পৌরসভা ও গ্রোথ সেন্টারে পানি সরবরাহ এবং এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন (২য় পর্যায়)।
০৮। সিটি গর্ভনেন্স প্রকল্প।
০৯। উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।
১০। বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার (নিউ ধলেশ্বরী-পুংলি-বংশাই-তুরাগ-বুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম) (১ম সংশোধিত)।
১১। বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্ট উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)।
১২। গুচ্ছগ্রাম ২য় পর্যায় (ক্লাইমেট ভিকটিম রিহ্যাবিলিটেশন) (১ম সংশোধিত)।
১৩। ৪০টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও চট্টগ্রামে ১টি ইনষ্টিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন।
১৪। পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন।
১৫। ফিজিক্যাল ফ্যাসিলিটিজ ডেভেলপমেন্ট।
১৬। ঢাকাস্থ উত্তরা ১৮ নং সেক্টরে নিম্ন ও মধ্যম আয়ের জনগোষ্ঠির জন্য এপার্টমেন্ট ভবন নির্মাণ।
১৭। মংলা হতে চাদঁপুর-মাওয়া-গোয়ালন্দ হয়ে পাকশী পর্যন্ত নৌরুটের নাব্যতা উন্নয়ন।
১৮। উন্নত জাতের গাভী পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়।
১৯। প্রতিবেশগত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সেন্টমার্টিন দ্বীপে জীব বৈচিত্রের উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ।
২০। মৌলিক সাক্ষরতা (৬৪ টি জেলা) প্রকল্প।
২১। সদর দপ্তর ও জেলা কার্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর শক্তিশালীকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প।
২২। কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও ভ্রুন স্থানান্তর প্রযুক্তি বাস্তবায়ন (৩য় পর্যায়) প্রকল্প।
২৩। স্কিলস্ ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (ফেজ-১) (১ম সংশোধিত)।
২৪। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প-৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)।